প্রথম আলো

তারিখ 20 JAN 2010
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

৫২৪টি পদের মধ্যে শূন্য রয়েছে ৪৬৫টি

সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষকদের পদোন্নতি জটিলতার অবসান

শরিফুজ্জামান ●

দেশের ৩১৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অর্ধেক পদোন্নতি এবং অর্ধেক সরাসরি নিয়োগসংক্রান্ত বিতর্কিত সিদ্ধান্তটি বাতিল করা হয়েছে। এর ফলে পাঁচ বছর ধরে ঝুলে থাকা ৪৬৫টি শূন্যপদ পূরণে আর বাধা রইল না। এর পাশাপাশি ২০০৪ সালের আগে পদোন্নতির মাধ্যমে ৮০ শতাংশ এবং সরাসরি ২০ শতাংশ পদোন্নতির বিধি অনুসরণের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, নিয়োগ বিধি নিয়ে সৃষ্ট জটিলতার কারণে দীর্ঘ সময় ধরে মাধ্যমিক শিক্ষকেরা পদোন্নতি পাচ্ছেন না। শূন্যপদ থাকলেও বন্ধ রয়েছে পদোন্নতি। ক্ষোভ ও হতাশা নিয়ে অবসরে গেছেন অনেক শিক্ষক। এ জটিলতা নিরসনে ১৮ জানুয়ারি বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন নিয়োগ বিধি ১৯৮১ অধিকতর সংশোধন করে তা রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়। এর ফলে শূন্যপদে পদোন্নতি দেওয়ার ক্ষেত্রে আর বাধা থাকছে না।

১৭ জানুয়ারি মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক নোমান উর রশীদের সই করা পরিসংখ্যান বলছে, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে মোট ৫২৪টি পদের বিপরীতে শূন্য পদের সংখ্যা ৪৬৫টি। এরমধ্যে ১২১ জন নিজের দায়িত্বের পাশাপাশি অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন, কিন্তু বাড়তি দায়িত্বের জন্য কোনো বাড়তি বেতন পাচ্ছেন না। বাকি ৩৪৪টি পদ শূন্য হয়ে আছে।

এই ৩৪৪টি পদের মধ্যে সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ ১৬৩, সহকারী প্রধান শিক্ষিকা ১২৬, সহকারী জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ৪৪, সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক ছয় এবং সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শিকার পদ পাঁচটি। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর থেকে শিক্ষাসচিব বরাবর পাঠানো প্রস্তাবে ৩৪৪টি পদে মাধ্যমিক শিক্ষকদের চলতি দায়িত্বে পদায়ন করে শূন্য পদগুলো পূরণের অনুরোধ করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (মাধ্যমিক) মো. ফরিদ উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, ২০০৪ সালের বিতর্কিত বিধিটি বাতিল হওয়ায় পদোন্নতি নিয়ে সৃষ্ট জটিলতার অবসান হলো। তিনি আরও বলেন, এর ফলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে আর বাধা রইল না।

নতুন গেজেট প্রকাশ করে পদোন্নতি জটিলতার অবসান করায় বাংলাদেশ সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি সরকার ও শিক্ষা কর্তৃপক্ষের প্রতি ধন্যবাদ জানিয়েছে। সমিতির সভাপতি মো. সামসুল হক ও সাধারণ সম্পাদক মো. ইমরান আলী গতকাল এক বিবৃতিতে বলেন, বিতর্কিত এই আইনটির কারণে শিক্ষকেরা দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত ছিলেন। ২০০৪ সালের বিধিটি সমিতির আপত্তির কারণে শিক্ষা মন্ত্রণালয় স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়েছিল। তাঁরা আরও বলেন, মাধ্যমিক শিক্ষকদের এটা বড় ধরনের বিজয় এবং এ ধারাবাহিকতায় শিক্ষকেরা প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা পেয়ে সামাজিক সম্মান অর্জন করতে পারবে বলেও তাঁরা আশা প্রকাশ করেন।